বর্ষ-১ । সংখ্যা-২ । পৌষ-মাঘ ১৪৩১ । জানুয়ারি ২০২৫

বিএসএমএমইউ
-এর
নিউজলেটার

জানুয়ারি ২০২৫

বিএসএমএমইউ

উপদেষ্টা সম্পাদক

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

প্রধান সম্পাদক

অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার

সম্পাদক

সহকারী অধ্যাপক ডা. শেখ ফরহাদ

নির্বাহী সম্পাদক

ডা. সাইফুল আজম রঞ্জু

ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব

নিউজ - প্রশান্ত মজুমদার

আলোকচিত্র - আরিফ খান

ডিজাইন - /LipichitroBD

প্রকাশক - অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার, বিএসএমএমইউ কর্তৃক প্রকাশিত, জনসংযোগ শাখা কর্তৃক প্রচারিত। প্রকাশকালঃ ফেব্রুয়ারি-২০২৫।

সূচিপত্র

০৪ বিএসএমএমইউতে অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণকারী নবজাতকদের জীবন রক্ষায় সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

০৬ বিএসএমএমইউতে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি উদ্বোধন

০৮ রোগীদের সুবিধার্থে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা জোরদারের লক্ষ্যে আইসিটি সেলের সাথে সভা অনুষ্ঠিত

০৯ পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত

১০ বিএসএমএমইউতে বিশ্বব্যাপী নতুন উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস এইচএমপিভি নিয়ে বিশেষ সেমিনার

১৩ বিএসএমএমইউতে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে সচেতনতামূলক র‌্যালি ও সচেতনতা সেবাবুথের উদ্বোধন

১৫ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

১৬ গবেষণা ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা বিএসএমএমইউ

২০ শহীদ আবু সাঈদের নামে বিএসএমএমইউ'র কনভেনশন সেন্টারের নতুন নামকরণ

২১ বিএসএমএমইউতে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সভা অনুষ্ঠিত

২৩ বিএসএমএমইউ'র রেডিওলজি বিভাগে জার্নাল ক্লাব উপস্থাপনা

২৫ হেপাটোলজি সোসাইটির এজিএম অনুষ্ঠিত

২৬ বিএসএমএমইউ'র নতুন পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন এর দায়িত্ব গ্রহণ

৩০ শাহজাদপুরে পুলিশের নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমী

বিএসএমএমইউতে অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণকারী নবজাতকদের জীবন রক্ষায় সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণকারী নবজাতকদের ভবিষ্যতে স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে

বিএসএমএমইউতে অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণকারী নবজাতকদের উন্নত চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন রক্ষায় বর্ন টু সুন: এ্যাওয়ানেস মাস্ট বি এ কনসার্ন (Born too soon: Awareness must be a concern) শীর্ষক ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার ১৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ, এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে বিএসএমএমইউ এর সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত অপরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ: সচেতনতাই মূল পদক্ষেপ শীর্ষক সেমিনারে প্রিম্যাচুরিটি নিয়ে নানা দিক আলোচনা করা হয়। গর্ভাবস্থায় সঠিক পুষ্টি, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মানসিক চাপ কমানো, অপরিণত নবজাতক এর জন্য কাংগারু মাদার কেয়ার নিশ্চিত করা, প্রথম এক বছর সমন্বিত চিকিৎসার অধীনে রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, এ্যাভিডেন্স বেইসড ট্রিটমেন্ট বা প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসার উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এটা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। চিকিৎসা পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য প্রমাণিত গবেষণা, ক্লিনিক্যাল স্টাডি, অভিজ্ঞতা একত্রিত করেই যথাযথ চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরি করা হয় বলে চিকিৎসাসেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি। তনি বলেন, একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সেমিনার জ্ঞান বৃদ্ধি করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা, বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জন করা, গবেষণা ও নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, কনটিনিউ মেডিক্যাল এডুকেশন (সিএমই) এর ক্ষেত্রেও বিরাট অবদান রাখে। তাই সেন্ট্রাল সেমিনারের আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেন্ট্রাল সেমিনার সাব কমিটির চেয়ারপারসন অধ্যাপক ডা. আফজালুন নেছা এর সভাপতিত্বে ও ডা. খালেদ মাহবুব মোর্শেদ (মামুন) এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেন্ট্রাল সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ। সেমিনারে মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ ও শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনারে নিওনেটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. এম এ মান্নান তার উপস্থাপিত প্রিম্যাচুরিটি: এ্যাকসেস টু কোয়ালিটি কেয়ার এভরিহোয়ার শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, প্রিম্যাচুর নবজাতকদের জন্য সঠিক চিকিৎসা ও পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরি। সচেতনতা বৃদ্ধি ও সঠিক যত্নসহ ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার পদ্ধতির মাধ্যমে প্রিম্যাচুর নবজাতকদের জীবন রক্ষা ও সুস্থতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব। তিনি বলেন, বিশ্বে প্রতি বছর দেড় কোটি অপরিণত নবজাতক জন্ম নেয়। তাদের মধ্যে ১০ লক্ষ নবজাতক বিভিন্ন জটিলতায় মারা যায়। এই সংখ্যা মোট নবজাতকের মৃত্যুর ৩৫ শতাংশ।

প্রতিবছর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ৬ লক্ষ ৪ হাজার অপরিণত নবজাতক। বিশ্বের ১০৩টি দেশের মধ্যে অপরিনত নবজাতক জন্মদানের হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম এবং এই হার ১৬.২ শতাংশ। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিএসএমএমইউ'র নিওন্যাটাল বিভাগের এনআইসিইউতে ভর্তি নবজাতকদের ৬৪ শতাংশই অপরিণত নবজাতক। তবে বিএসএমএমইউ এর এনআইসিইউতে ভর্তি হওয়া নবজাতকের সুস্থতার হার ৮০ শতাংশ। সেমিনারে পেডিয়াট্রিক নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. কানিজ ফাতেমা তার উপস্থাপিত লং-টার্ম নিউরোডেভেলপমেন্টাল আউটকামস ইন প্রিম্যাচুর ইনফান্টস: এ্যাভিডেন্স-বেইসড স্ট্র্যাটেজিস ফর ফলোআপ শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, যে সমস্ত শিশু অপরিণত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে তাদের মধ্যে ১০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ এর ভবিষ্যতে স্নায়বিক বিকাশজনিত সমস্যা যেমনি সেরেব্রাল পালসি, অটিজম, অতিচঞ্চলতা, মৃগীরোগ ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যে অপরিণতভাবে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের জন্মের প্রথম এক বছর সমন্বিত চিকিৎসার অধীনে রাখা প্রয়োজন।

সেমিনারে ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. তাবাসুম পারভীন প্রিম্যাচুর বার্থ: এ্যান্টেন্যাটাল পারসপেক্টিভ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশে বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রি-টার্ম জন্মের হার (১৬.২%) রয়েছে। এই অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রাক-গর্ভাবস্থার যত্ন, অন্তঃসত্ত্বা মায়ের যত্ন, প্রসবকালীন যত্ন এবং অন্তত চারটি পোস্টনেটাল যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক-গর্ভাবস্থা এবং শুরুর অন্তঃসত্ত্বা যত্নে ঝুঁকি নির্ধারণ করা উচিত যেমন কিশোর বয়সে গর্ভধারণ, একাধিক গর্ভাবস্থা, সংক্রমণ, দীর্ঘমেয়াদী রোগ, অতিরিক্ত কাজের চাপ, জীবনযাত্রার আচরণ, অপুষ্টি এবং এগুলোর চিকিৎসা করা। যখন প্রি-টার্ম ডেলিভারির ঝুঁকি থাকে, তখন নবজাতকের শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট কমাতে অন্তঃসত্ত্বা corticosteroid মা কে দেওয়া উচিত, শিশুর নিউরোপ্রটেকশনের জন্য ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মা কে দেওয়া উচিত, অ্যান্টিবায়োটিকস এবং টোকোলাইটিক্স ব্যবহার করা উচিত। ডেলিভারির পর, সব প্রি-টার্ম নবজাতককে কাংগারু মাদার কেয়ার দরকার। এই সব প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা প্রি-টার্ম জন্মের তিন চতুর্থাংশ কমিয়ে আনতে পারি, সর্বনিম্ন খরচে অথবা কোনো খরচ ছাড়াই।

বিশ্বে প্রতি বছর দেড় কোটি অপরিণত নবজাতক জন্ম নেয়।

তাদের মধ্যে ১০ লক্ষ নবজাতক বিভিন্ন জটিলতায় মারা যায়।

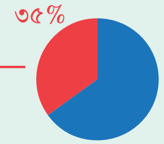

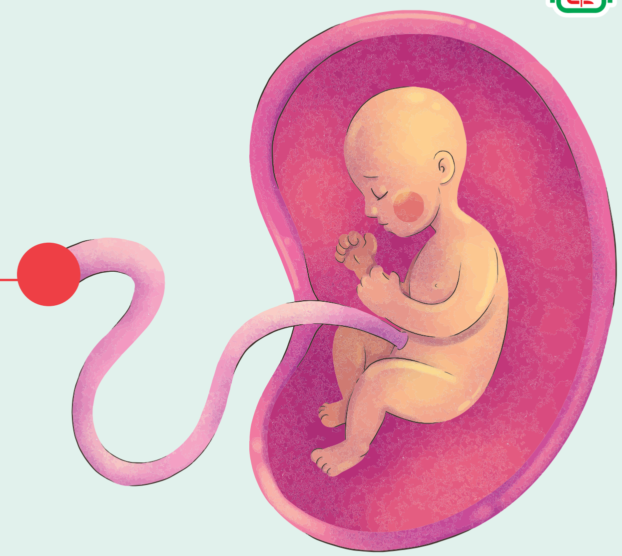

- প্রতিবছর বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে ৬ লক্ষ ৪ হাজার অপরিণত নবজাতক।
- বিশ্বের ১০৩টি দেশের মধ্যে অপরিনত নবজাতক জন্মদানের হারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম এবং এই হার ১৬.২ শতাংশ।
- বিএসএমএমইউ'র নিওন্যাটাল বিভাগের এনআইসিইউতে ভর্তি নবজাতকদের ৬৪ শতাংশই অপরিণত নবজাতক।
- বিএসএমএমইউ এর এনআইসিইউতে ভর্তি হওয়া নবজাতকের সুস্থতার হার ৮০ শতাংশ।

বিএসএমএমইউতে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি উদ্বোধন

> রোগীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এমন গাইডলাইন তৈরি করতে হবে যাতে রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় কম হয়।
>
> -মাননীয় উপাচার্য

রোগীদের চাহিদা পূরণ করতে বিএসএমএমইউ'র ডি ব্লকের নিচতলায় ৫টি শয্যা নিয়ে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সির উদ্বোধন করা হয়েছে। বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সিতে ৮টি শয্যা রয়েছে। আজকের ৫টি শয্যা নিয়ে কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সির মোট শয্যা সংখ্যা হল ১৩টি।

বিএসএমএমইউ'র কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সির সকল শয্যাতেই সবসময়ে রোগী ভর্তি থাকে। বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিএসএমএমইউ রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হওয়ায়, নগরের রোগীরা হৃদরোগ সম্পর্কে আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন হওয়ায় এবং বিএসএমএমইউতে হৃদরোগের জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার অত্যাধুনিক ব্যবস্থা থাকায় এই বিভাগে সবসময়ই রোগীদের প্রচুর চাপ থাকে। তাই আজকের সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি চালু করা রোগীদের জন্য অতীব প্রয়োজন ছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ ও ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফি উদ্দিন প্রমুখ।

বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম তার বক্তব্যে দেশের মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠানগুলোর জরুরি বিভাগের মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এসময় তিনি হৃদরোগ বিষয়টি জরুরি উল্লেখ করে বিএসএমএমইউতে সম্প্রসারিত কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি চালুর জন্য কার্ডিওলজি বিভাগকে ধন্যবাদ জানান। এসময় অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় অবশ্যই কমাতে হবে। এজন্য চিকিৎসকদেরও কিছুটা দায় রয়েছে। দরিদ্র, নিম্ন মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত অনেক রোগী চিকিৎসাসেবা নিতে গিয়ে দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাচ্ছেন।

চিকিৎসকরা যদি গাইডলাইন অনুসরণ করে প্রেসক্রিপশনে রোগীর ওষুধ, পরীক্ষা নিরীক্ষা লিখেন তাহলে চিকিৎসা ব্যয় কিছুটা কমবে। রোগীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে এমন গাইডলাইন তৈরি করতে হবে যাতে রোগীদের চিকিৎসা ব্যয় কম হয়। প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পরীক্ষা নিরীক্ষা রোগীর প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করা উচিত। নন মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান পরিচালিত একাধিক জরিপে দেখা গেছে,

বাংলাদেশের চিকিৎসকদের চিকিৎসা নিয়ে অধিকাংশ রোগীই সন্তুষ্ট। কিছু রোগী অসন্তুষ্ট। তাদের অসন্তুষ্টি দূর করার জন্য চিকিৎসকদের কমিউনিকিশন স্কিল বৃদ্ধি করা, রোগীর মন বুঝে চিকিৎসা দেওয়া, রোগীকে একটু বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করা, রোগীকে একটু জানা, চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যকার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান হাওলাদার তার বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার চালুর কথা উল্লেখ করেন।

কার্ডিওলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ শফি উদ্দিন তার বক্তব্যে বিএসএমএমইউতে একটি অন্তর্জাতিক মানের কার্ডিয়াক সেন্টার বা ইনস্টিটিউট চালুর জন্য প্রশাসনের সহায়তা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কার্ডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. ইকবাল হাসান, অধ্যাপক ডা. মোখলেছুর রহমান, অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু সেলিম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোস্তাশিরুল হক, ডা. মোঃ রসুল আমীন, সহকারী অধ্যাপক ডা. ডিএমএম ফারুক ওসমানী, ডা. নিলুফার ফাতেমা, ডা. মোঃ কিবরিয়া শামীম, ডা. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল জামালী, ডা. লোহানী মোঃ তাজুল ইসলাম, ডা.
খন্দকার কামরুজ্জামান, ডা. আনম মনোয়ারুল কাদির, ডা. আব্দুস সালাম প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসক ও রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোগীদের সুবিধার্থে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা জোরদারের লক্ষ্যে আইসিটি সেলের সাথে সভা অনুষ্ঠিত

অনলাইনে বহির্বিভাগের টিকেট সহজে প্রাপ্তির উপর গুরুত্বারোপ

রোগীরা বিএসএমএমইউ'র ওয়েবসাইট www.bsmmu.ac.bd -এ প্রবেশ করে এই সেবা নিতে পারবেন।

রোগীদের সুবিধার্থে অনলাইন অ্যাপয়েনমেন্ট সেবা কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে গত শনিবার ৪ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ প্রশাসনের সাথে আইসিটি সেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা মাননীয় উপাচার্য কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনলাইনে বহির্বিভাগের টিকেট প্রাপ্তির বিষয় সহজীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। অনলাইনে সম্পূর্ণরূপে বহির্বিভাগের টিকেট প্রাপ্তি ও অ্যাপয়েনমেন্ট নিশ্চিত করা গেলে রোগীরা উপকৃত হবেন। এতে করে বহির্বিভাগে টিকেট প্রাপ্তির জন্য রোগীদের ভিড় এড়ানো সম্ভব হবে। একই সাথে রোগীরা ডাক্তার দেখানোর জন্য নির্ধারিত সময়ে এসে চিকিৎসকের পরামর্শ বা ব্যবস্থাপত্র নিতে পারবেন। এতে করে রোগীদের সময়ও সাশ্রয় হবে। রোগীরা বিএসএমএমইউ'র ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এই সেবা নিতে পারবেন। বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আজকের সভায় অনলাইনে অ্যাপয়েনমেন্টসহ টিকেট প্রাপ্তি, অনলাইনে টিকেটের মূল্য প্রদান, রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী বিভাগ নির্ধারণ করে দেয়াসহ এই সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভায় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলমসহ সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ডা. মোঃ জিল্লুর রহমান, আইসিটি সেলের পরিচালক অধ্যাপক ডা. একেএম আকতারুজ্জামান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, আইসিটি সেলের সিস্টেম এনালিস্ট মোঃ মারুফ হোসেন, সহকারী ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাহমুদুল কাদের প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত

কোর্সের সংখ্যার বৃদ্ধির চাইতে গুণগতমান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ।

গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র শহীদ ডা. মিল্টন হলে পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির (আইআরআরসি) সভাপতি সম্মানিত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (একাডেমিক) ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম এর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটির ৩৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা কমিটির সদস্য সচিব অধ্যাপক ডা. জাফর খালেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে বিভিন্ন কোর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা, কোর্স মূল্যায়ন করা, নতুন কোর্স চালুর ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে চাহিদা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় নেয়া, চালুকৃত কোর্সসমূহের বিষয়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করা ইত্যাদি আলোচিত হয়। সভায় সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কোর্সের সংখ্যার বৃদ্ধির চাইতে গুণগতমান বজায় রাখার উপর। গুণগতমান বজায় রাখতে পারলেই দক্ষ বিশেষজ্ঞ তৈরি সম্ভব বলে শিক্ষকরা মতামত দেন।

আতঙ্কিত নয়, সতর্ক হোন

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনী রোগ, সিওপিডি, অ্যাজমা, ক্যান্সারের মতন জটিল রোগ আছে তাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।

লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল ও পুষ্টিকর খাবার খেলে রোগটি ভালো হয়ে যায়।

একাধিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া এই রোগ সনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই।

বিএসএমএমইউতে বিশ্বব্যাপী নতুন উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস এইচএমপিভি নিয়ে বিশেষ সেমিনার

বিএসএমএমইউতে বিশ্বব্যাপী নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস এইচএমপিভি নিয়ে বিশেষ সেমিনার গত ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে এ-ব্লক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। “ইমার্জিং ট্রেন্ডস হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস: এ নিউ থ্রেট টু বাংলাদেশ? (Emerging Trends of Human Metapneumovirus-Hmpv: A New Threat to Bangladesh?)” শীর্ষক বিশেষ সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। “মানব মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)-এর উদীয়মান প্রবণতা: বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন হুমকি?” শীর্ষক সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে ও সহকারী অধ্যাপক ডা. খালেদ মাহবুব মোর্শেদ মামুন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ও বক্তা ছিলেন ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত ও ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ও সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উল্লাহ মুন্সী।

ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, এইচএমপিভি একটি পুরাতন ভাইরাস। এই ভাইরাসের বিষয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সর্তক থাকতে হবে। হাত ধোয়া ও মাস্কের ব্যবহারসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস সনাক্তকরণের পরীক্ষা ও এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য বিএসএমএমইউ'র সব রকমের প্রস্তুতি রয়েছে।

উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, এইচএমপিভি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ না থাকলেও সর্তকতা থাকার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে যেসকল রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদেরকে বিশেষভাবে সর্তক থাকতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, মানব মেটানিউমো ভাইরাস বা এইচএমপিভি নিয়ে আতঙ্ক নয়। এই বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি অত্যন্ত জরুরি। ভাইরাসটি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ না থাকলেও উচ্চমাত্রার ঝুঁকি রয়েছে এমন সব রোগীদের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে। অঙ্গ প্রতিস্থাপন, ক্যান্সারের রোগীসহ যেসকল রোগীদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম অবশ্যই তাদের ক্ষেত্রে সর্তকতা থাকা জরুরি। ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। ইতিমধ্যেই আগের তুলনায় নিউমোনিয়া ও এ্যাজমা রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই ব্যক্তি পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি হয়ে পড়েছে। যেসকল রোগীদের বা মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদেরকে এই সময় সিজনাল ভ্যাকসিন বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন ও নিউমোনিয়ার ভ্যাকসিন নিতে পারেন। যা তাদের জীবনের সুরক্ষা হিসেবে কাজ করবে। ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত বলেন, হিউম্যান

এই ভাইরাসটি সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি ও কাশির ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে খুব সহজেই এই রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব।

- বাইরে গেলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে
- হাঁচি কাশি দেয়ার সময় টিস্যু দিয়ে মুখ ঢেকে নিতে হবে, আর টিস্যু না থাকলে হাতের কনুই ভাঁজ করে সেখানে মুখ গুঁজে হাঁচি কাশি দিতে হবে
- সাবান-পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে

সাধারণত শীতকাল ও বসন্তকালে এ রোগের সংক্রমণ বেশী দেখা যায়

মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি) এক ধরণের আরএনএ ভাইরাস যা সাধারণত মানুষের শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ ঘটায়। এটি নতুন কোনো ভাইরাস নয়। এটি অন্যান্য ফ্লু যেমন- ইনফ্লুয়েঞ্জা রেস্পিরেটরি সিনসাইশিয়াল এর মতই একটি ভাইরাস। সর্বপ্রথম নেদারল্যান্ডে ২০০১ সালে এইচএমপিভি মানুষের শরীরে সনাক্ত হয় এবং বাংলাদেশে প্রথম ২০১৭ সালে এইচএমপিভি সংক্রমণ সনাক্ত হয়। ২০১৭ সাল থেকে প্রায় প্রতি বছরই আমাদের দেশে এইচপিভি সনাক্ত হয়েছে। এটি আসলে মারাত্মক কোনো ভাইরাস নয়, এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি সাধারণত জ্বর, কাশি, নাক বন্ধ, গলাব্যথা এসব লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে, এছাড়াও চামড়ায় র‍্যাশ এবং কখনও কখনও শ্বাসকষ্ঠ হতে পারে। এই ভাইরাসটি দিয়ে যে কেউ আক্রান্ত হতে পারে, তবে শিশু, বয়স্ক মানুষ এবং যারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এমন কোনো ঔষধ সেবন করছে যেমন- কেমোথেরাপি, স্টেরয়ড ইত্যাদি তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভবনা সবচাইতে বেশী। যদিও এই ভাইরাসটি সাধারণত জটিল আকার ধারণ করে না, তথাপি কিছু ক্ষেত্রে যেমন যাদের ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, কিডনী রোগ, সিওপিডি, অ্যাজমা অথবা ক্যান্সারের মতন জটিল রোগ আছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। এই ভাইরাসটি সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি ও কাশির ড্রপলেটের মাধ্যমে ছড়ায়, তাই কিছু নিয়ম কানুন মেনে চললে খুব সহজেই এই রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। যেমন বাইরে গেলে মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, সাবান-পানি দিয়ে ঘন ঘন হাত ধুতে হবে, হাঁচি কাশি দেয়ার সময় টিস্যু দিয়ে মুখ ঢেকে নিতে হবে, আর টিস্যু না থাকলে হাতের কনুই ভাঁজ করে সেখানে মুখ গুঁজে হাঁচি কাশি দিতে হবে, আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, জনসমাগম বা ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে ইত্যাদি। সাধারণত শীতকাল ও বসন্তকালে এ রোগের সংক্রমণ বেশী দেখা যায়। যেহেতু এই ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে সাধারণ ফ্লু-এর মত লক্ষণ প্রকাশ পায় যা ৫ থেকে ৭ দিনের মাঝে আপনা আপনিই ভাল হয়ে যায়, তাই কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন অনেক বয়স্ক মানুষ, ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তি, একইসাথে একাধিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া এই রোগ সনাক্তকাণের জন্য কোনো পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসের কোনো সুনির্দিষ্ট এ্যান্টি ভাইরাল ঔষধ বা ভ্যাকসিন আবিস্কৃত হয়নি, তবে অন্যান্য সাধারণ সর্দি জ্বরের মতই হওয়াতে এ রোগের জন্য আলাদা কোনো চিকিৎসার দরকার নেই, শুধুমাত্র লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলেই এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। যেমন- জ্বর হলে প্যারাসিটামল, সর্দি কাশি হলে অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ দিতে হয়, একই সাথে রোগীকে পর্যপ্ত পরিমানে তরল খাবার (পানি, ফলের রস) ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে এবং রোগীকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। যেহেতু শুধুমাত্র লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিলে এবং পর্যাপ্ত পরিমানে তরল ও পুষ্টিকর খাবার খেলে এই রোগটি ভালো হয়ে যায়, তাই ভয় না পেয়ে বা আতংকিত না হয়ে সচেতন হওয়াটা খুব জরুরি।

সেমিনারে নবজাতকের বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ মান্নান জানান, যদি কোনো মা এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তবে তার সন্তানের মায়ের বুকের দুধ পান করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। উল্লেখ্য, এই ভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করবে কী-না সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞরাও সতর্কবার্তা দেননি। রোগটি যাতে না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। কোভিডের টিকা নেয়া থাকলে বা আগে কখনো কোভিড হলেও আপনার এইচএমপিভির সংক্রমণ হতে পারে। কোভিডের ইমিউনিটি এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীকে এইচএমপিভি থেকে সুরক্ষা দেবে না। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এইচএমপিভিকে 'শীতজনিত স্বাস্থ্যগত সমস্যা' হিসেবে অভিহিত করেছে। ল্যানসেট গোবাল হেলথের ২০২১ সালের এক প্রতিবেদনে তথ্য অনুযায়ী, তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণে মারা যাওয়া পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক শতাংশের মৃত্যুর জন্য দায়ী এইচএমপিভি। বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার পর এই ভাইরাস প্রতিরোধে কয়েকটি টিকা তৈরি করা হলেও এইচএমপিভি প্রতিরোধ এখনও সে ধরনের কোনো টিকা নেই। এইচএমপিভি আক্রান্তদের জন্য বিশেষ কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। তাই সতর্ক থাকার ওপরেই জোর দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া এই ভাইরাসের চিকিৎসায় অ্যান্টি-ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন সাংহাই হাসপাতালের চিকিৎসক এবং ভাইরোলজিস্টরা।

বিএসএমএমইউতে নার্সিং অনুষদের সভা অনুষ্ঠিত

নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে গুরুত্বারোপ

গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র শহীদ ডা. মিল্টন হলে নার্সিং অনুষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, নার্সিং অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ মনির হোসেন খান, গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মেবেল ডি রোজারিও, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, গ্রাজুয়েট নার্সিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নূপুর ডি কস্তা, হাসিনা আক্তার, মোছা. নাসরিন, বিথিকা মালী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় নার্সিং অনুষদের উন্নয়ন, নার্সিং সেবার মান উন্নয়ন, হাসিমুখে রোগীদের সেবাদান, ফ্যাকাল্টিগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়।

বিএসএমএমইউতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসা নিশ্চিত করতে মলিকুলার ও জেনেটিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার চালু করা হবে। -উপ-উপাচার্য, অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান হাওলাদার

বিএসএমএমইউতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি নিশ্চিত করতে ও বেসিক সাইন্স এন্ড প্যারাক্লিনিক্যাল সায়েন্স অনুষদভুক্ত বিভাগসমূহ এর উন্নয়নে এপিডেমিলোজিক্যাল মেথডস ইন বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ এন্ড আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালা গত রবিবার ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার। মূল বক্তা ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের মোনাস ইউনিভার্সিটির ক্লিনিক্যাল এপিডেমিওলজিস্ট ডা. নামজুল করিম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) ও বিশিষ্ট দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, এপিডেমিলোজিক্যাল মেথডস ইন বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ এন্ড আউটব্রেক ইনভেস্টিগেশন বিষয়ক কর্মশালা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষা ও গবেষণা এবং চিকিৎসার মানকে বিশ্বমানে উন্নীত করতে শিক্ষক ও চিকিৎসকদের মাঝে বড় ভূমিকা রাখবে। একই সাথে বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ
নির্ণয়, অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য মলিকুলার ও জেনেটিক গবেষণা খুবই জরুরি। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল ডিসিপ্লিন এর সমন্বয়ে বিএসএমএমইউতে ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার চালু করা হবে। ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার চালু করা হলে তা বিশ্বমানের গবেষণার ক্ষেত্রে নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে।

কর্মশালায় জানানো হয়, গবেষণার সক্ষমতা ও মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএসএমএমইউ ও অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর (এমওইউ) এর বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। কর্মশালায় অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ল্যাবরেটরি মেডিসিন, প্যাথলজি, এনাটমি, ফরেনসিক মেডিসিনসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ অংশ নেন।

গুরুত্বপূর্ণ ওই কর্মশালায় ভাইরোলজি বিভাগের অধ্যাপক, সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের পরিচালক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অধ্যাপক ডা. সাইফ উলাহ মুন্সী, বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়েলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম, সহকারী অধ্যাপক ডা. শারমিন আক্তার সুমি, সহকারী অধ্যাপক ডা. আবু হেনা হেলাল উদ্দিন আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউতে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে সচেতনতামূলক র‍্যালি ও সচেতনতা সেবাবুথের উদ্বোধন

বাংলাদেশে মহিলাদের মৃত্যুর প্রধানতম দুটি কারণ হল জরায়ু-মুখ ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার

স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু-মুখ ক্যান্সার পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন নেয়ার মাধ্যমে এই মরণব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

-অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার

বিএসএমএমইউতে ১৯ থেকে ২৫ জানুয়ারি জরায়ু-মুখ স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে সচেতনামূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে ও বহির্বিভাগে ২টি মাসব্যাপী সচেতনতা সেবাবুথের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে র‍্যালিটি বি ব্লকের সামনে বটতলা থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশ প্রদক্ষিণ করে। একসকল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার। এসময় এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং এন্ড ট্রেনিং এ্যাট বিএসএমএমইউ প্রকল্পের পরিচালক অধ্যাপক ডা. আশরাফুন্নেসা, গাইনোকলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. শিরিন আক্তার বেগম, অধ্যাপক ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস, অধ্যাপক ডা. ফওজিয়া হোসেন প্রমুখসহ অবস এন্ড গাইনি বিভাগ, ফিটোম্যাটানাল মেডিসিন বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, স্তন ক্যান্সার ও জরায়ু-মুখ ক্যান্সার পরীক্ষা ও ভ্যাকসিন নেয়ার মাধ্যমে এই মরণব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব। স্তন ক্যান্সার পরীক্ষার জন্য সিবিই, জরায়ু-মুখ ক্যান্সার পরীক্ষার জন্য ভায়া টেস্ট করা অত্যন্ত জরুরি। সাথে সাথে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে মহিলাদের ভ্যাকসিন নেওয়া উচিত। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।

এসময় বক্তারা জানান, বিশ্বে মহিলাদের যত ধরনের ক্যান্সার হয় তার মধ্যে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার অন্যতম। জরায়ু-মুখ ক্যান্সার বিশ্বজুড়ে মহিলাদের ক্যান্সারের মধ্যে চতুর্থতম এবং ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর চতুর্থতম শীর্ষ কারণ। এছাড়া, স্তন ক্যান্সার বিশ্বব্যাপী এবং বাংলাদেশে উভয় ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থানীয় ক্যান্সার। বাংলাদেশে মহিলাদের মৃত্যুর প্রধানতম দুটি কারণ হল জরায়ু-মুখ ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সার। এই দুটি ক্যান্সার গুরুত্বপূর্ণ নন-কমিউনিকেবল ডিজিসেস হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশে প্রতিবছর নতুনভাবে প্রায় ৮,২৬৮ জন মহিলা জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং ৪,৯৭১ জন মহিলা মারা যায়। একইভাবে বাংলাদেশে প্রতিবছর নতুনভাবে প্রায় ১৩,০২৮ জন মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং ৬,৭৮৩ জন মহিলা মারা যায়। জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর বেঁচে থাকা অনেকাংশে নির্ভর করে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় ও কার্যকরী চিকিৎসা প্রদানের উপর। দেরীতে রোগ সনাক্তকরণ হলে সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা দেয়া কঠিন বিধায় মৃত্যু ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই এসব রোগের চিকিৎসা সুবিধা সীমিত ও ব্যয়বহুল। প্রাথমিক পর্যায়ে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার সনাক্ত করা গেলে মৃত্যু সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব।

এই মহিলাদের মধ্যে প্রতিবছর নতুনভাবে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার ও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের হার যথাক্রমে প্রতি লক্ষে ১২ ও ১৯ জন। যেহেতু, প্রতি বছর জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করছে ৫,২১৪ জন এবং স্তন ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করছে ৬,৮৪৬ জন মহিলা। এছাড়া, অন্তত ২-৩ শতাংশ ত্রিশোর্ধ মহিলা ক্যান্সারপূর্ব অবস্থায় আছেন। বর্তমানে ত্রিশোর্ধ বয়সী মহিলা রয়েছেন প্রায় ৩,২৭,৫০,০০০ জন। এ হিসাবে বাংলাদেশে অন্তত ৬,৫৫,০০০ থেকে ৯,৮২,৫০০ জন মহিলা ক্যান্সারপূর্ব/ক্যান্সার অবস্থায় আছেন। জরায়ু-মুখ ক্যান্সার কমানোর জন্য ক্যান্সার পূর্বাবস্থা/ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাদের খুঁজে বের করে তাদের চিকিৎসা দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জাতীয় পর্যায়ে জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ কর্মসূচি: বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সাল হতে মহিলাদের জরায়ু-মুখ ও স্তন

বাংলাদেশে অন্তত **৬,৫৫,০০০ থেকে ৯,৮২,৫০০** জন মহিলা ক্যান্সারপূর্ব/ক্যান্সার অবস্থায় আছেন।

বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সাল হতে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০টি সেবা কেন্দ্রে বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ এবং স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা চালু করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রতিবছর নতুনভাবে প্রায়

৮,২৬৮ জন

মহিলা জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়

প্রতিবছর জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে প্রায়

৪,৯৭১ জন

মহিলা মারা যায়

প্রতিবছর নতুনভাবে প্রায়

১৩,০২৮ জন

মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়

প্রতিবছর স্তন ক্যান্সারে প্রায়

৬,৭৮৩ জন

মহিলা মারা যায়

জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সারের মৃত্যুহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিএসএমএমইউ-এ এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল সেন্টার ফর সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং এন্ড ট্রেনিং এ্যাট বিএসএমএমএমইউ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। প্রকল্পের মাধ্যমে-

১. বিএসএমএমএমইউ'র অনকোলজি ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় ১৯৭০ বর্গফুট জায়গায় প্রয়োজনীয় অফিস ইকুইপমেন্টস ও লজিস্টিকসহ একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে।

২. সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ২২৮১ জন প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩. নির্বাচিত ২০০টি উপজেলায় সার্ভিক্যাল এন্ড ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিংয়ের সেবা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

৪. রেফারাল সেন্টার হিসেবে বিএসএমএমএমইউ সহ দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কল্পোস্কোপি ক্লিনিক স্থাপন (স্ক্রীনিং, কল্পোস্কোপি ও চিকিৎসা) করা হয়েছে এবং ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং ও ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি ৩টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্রেষ্ট ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে।

৫. জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সেমিনার এন্ড কনফারেন্স এবং ভায়া সিবিই ক্যাম্প সম্পন্ন করা হয়েছে।

৬. সারভাইক্যাল এন্ড ব্রেষ্ট ক্যান্সার স্ক্রীনিং কর্মসূচি উন্নয়নে বিজিবি হাসপাতাল/সিএমএইচ এবং কিছু প্রাইভেট হাসপাতাল সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

ক্যান্সারের মৃত্যুহার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করছেন এবং সারা বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০টি সেবা কেন্দ্রে (বিএসএমএমইউ, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ও হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, নির্বাচিত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে) বিনামূল্যে জরায়ু-মুখ এবং স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং সেবা চালু করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়াও, সরকার দেশের ৩৭টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিএসএমএমইউ-এ জরায়ু-মুখ ক্যান্সার নিশ্চিতরূপে নির্ণয়ের নির্ণয়ের জন্য কল্পোস্কোপি পরীক্ষা ও এ সংক্রান্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। দেশের প্রতিটি জেলায় তিন থেকে চারটি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত প্রশিক্ষিত চিকিৎসক, নার্স ও মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীগণ নিয়মিত জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং ও এ সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করছেন। জরায়ু-মুখ স্ক্রীনিংকৃত মহিলাকে একইসময়ে সিবিই পরীক্ষার জন্য কাউন্সিলিং করা হয়। ত্রিশ বছরের অধিক বয়সী সকল মহিলাদের ভায়া ও সিবিই সেবা প্রদান করা হয় এবং সিবিই স্ক্রীনিংকৃত মহিলাদেরকে কিভাবে নিজে নিজে স্তন পরীক্ষা (SBE) করতে হয় তা শিখিয়ে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ সরকার ৩০-৬০ বছর বয়সী বিবাহিত সকল মহিলাদের প্রতি তিন বছর পর পর ভায়া পরীক্ষা বিনামূল্যে ব্যবস্থা করেছেন। বিএসএমএমইউ এ কার্যক্রমে কারিগরী সহায়তা প্রদান করেছে। সরকার ২০০৫ সালে বিদ্যমান স্বাস্থ্য অবকাঠামোর ১৬টি জেলায় (জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে) ভায়া পদ্ধতির সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility assessment) এর জন্য একটি পাইলট কর্মসূচি পরিচালনা ও মূল্যায়ন করেছেন। এছাড়া, মহিলাদের স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ে সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় ক্লিনিক্যাল ব্রেষ্ট পরীক্ষা (CBE) ও নিজে নিজে স্তন পরীক্ষা (SBE) সম্পৃক্ত ও সংযোজন করার জন্য ২০০৬-২০০৭ সালে ভায়া কার্যক্রমভুক্ত একই এলাকার ১৬টি জেলায় পাইলট কর্মসূচি পরিচালনা করেছেন। সফল পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য সেবায় জরায়ু-মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধের স্ক্রীনিং মাধ্যম হিসেবে VIA (Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid) এবং স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধের স্ক্রীনিং মাধ্যম হিসেবে CBE (Clinical Breast Examination) সংযোজন করেছেন। পর্যায়ক্রমে, সরকার অবশিষ্ট ৪৮টি জেলায় (মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র) জরায়ু-মুখ ও স্তন ক্যান্সার স্ক্রীনিং কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছেন। সরকার দেশের মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে এবং তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের ক্যান্সার, মাতৃস্বাস্থ্য এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

গত বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউর কেবিন ব্লকের চারতলায় চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে, রোগী কল্যাণ সমিতি, সমাজসেবা কার্যালয়ের উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও তাদেরকে শীতকালীন পিঠা খাওয়ানো হয়। শীতবস্ত্র বিতরণকালে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের চিকিৎসারও খোঁজ-খবর নিয়েছে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের নেতৃত্বে বিএসএমএমইউ প্রশাসন। বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে মোট ৩৬ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম কেবিন ব্লকের প্রতিটি কক্ষে গিয়ে আহত রোগীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণের সাথে সাথে তাদের চিকিৎসারও খোঁজ-খবর নেন। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, পরিচালক (হাসপাতাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, উপ-পরিচালক ডা. মোঃ আবু নাছের, সহকারী পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, সমাজসেবা অফিসার রুমানা ইয়াসমিন, সামিয়া ইশমত সোহেলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গবেষণা ও উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা বিএসএমএমইউ

অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার
উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন)
বিএসএমএমইউ

মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দেশের চিকিৎসা শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান কেন্দ্র। আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে, আমরা সেই পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও আধুনিক, গবেষণামুখী ও যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

গবেষণার বিকাশ ও প্রসারের মাধ্যমেই আমরা চিকিৎসা খাতকে শক্তিশালী করতে পারব এবং সর্বোচ্চ মানের সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হব।

গবেষণার গুরুত্ব ও বিস্তার

বিএসএমএমইউ-তে গবেষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কারণ গবেষণা ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ও শিক্ষকগণ স্বাস্থ্যসেবার নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনা করছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন আবিষ্কার, রোগ প্রতিরোধের কৌশল এবং উন্নত চিকিৎসা প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

গবেষকদের জন্য উন্নত ল্যাবরেটরি, প্রয়োজনীয় অর্থায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে, যাতে গবেষণা কার্যক্রম আরও বেগবান হয়। আমাদের লক্ষ্য হলো, বিএসএমএমইউ-কে আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে দেশীয় সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বৈশ্বিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হবে।

শিক্ষা ও চিকিৎসার আধুনিকায়ন

একজন চিকিৎসক কেবলমাত্র ভালো ক্লিনিশিয়ান হলে চলবে না, তাকে হতে হবে গবেষণা ও নতুন জ্ঞানের সৃজনশীল অন্বেষণকারী। এজন্য আমাদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমাগত উন্নত করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের গবেষণামুখী করে তুলতে গবেষণার সুযোগ ও প্রশিক্ষণ বাড়ানো হচ্ছে, যাতে তারা ভবিষ্যতে চিকিৎসাক্ষেত্রে নতুন কিছু আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে সক্ষম হন।

আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে আরও উন্নত করতে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সরঞ্জামের আধুনিকায়ন করছি। ডিজিটাল মেডিক্যাল রেকর্ড, টেলিমেডিসিন সেবা ও অটোমেটেড ল্যাব ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় নতুন মাত্রা যোগ করা হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু দেশের মানুষের জন্য উন্নত চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা নয়, বরং এমন একটি মানদন্ড তৈরি করা, যা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

আগামী দিনে বিএসএমএমইউ-কে আরও সমৃদ্ধ ও কার্যকর করতে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এর মধ্যে রয়েছে-

উন্নত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন: নতুন গবেষণা ল্যাব ও ফান্ডিং বৃদ্ধি করা, যাতে গবেষকরা আরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যৌথ গবেষণা প্রকল্প চালু করা, যাতে আমরা বিশ্বমানের জ্ঞান ও প্রযুক্তি আহরণ করতে পারি।

ডিজিটাল ও প্রযুক্তিনির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক সার্জারি এবং জেনেটিক গবেষণার মতো অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা ও প্রয়োগ বাড়ানো।

গবেষণা প্রকাশনা ও প্রচার: গবেষণার ফলাফল দেশ-বিদেশের জার্নালে প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের সাফল্য তুলে ধরা।

উপসংহার

গবেষণা, শিক্ষা ও উন্নত চিকিৎসা এই তিনটি ক্ষেত্রেই আমরা উন্নয়ন ঘটিয়ে বিএসএমএমইউ-কে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে চাই। আমাদের বর্তমান প্রশাসন এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গবেষণার প্রতি অধিক মনোযোগ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা শুধু বিএসএমএমইউ-কে এগিয়ে নিয়ে যাব না, বরং দেশের স্বাস্থ্যসেবার সামগ্রিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখব।

আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক, বিএসএমএমইউ হোক চিকিৎসা শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক এই কামনাই করি।

বিএসএমএমইউর কেবিন ব্লকে ব্যতিক্রমী আয়োজন !

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ

গত রবিবার ১২ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র কেবিন ব্লকের চারতলায় ব্যতিক্রমধর্মী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনেকটা পিকনিকের আদলে এই আয়োজন করে বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ। বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীরাও এক হয়েছিলেন একই ধরণের ডিজাইন ও কালারের পাঞ্জাবী পরিধান করে। মূলত রোগীরা যাতে একটু মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকেন এবং একটু ভালো সময় কাটাতে পারেন সে জন্যই এমন আয়োজন। এই বিশেষ ধরণের আয়োজনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের সাথে মধ্যাহ্ন ভোজে মিলিত হয়েছিলেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা) অধ্যাপক ডা. মোঃ সায়েদুর রহমান ও বিএসএমএমইউ কর্তৃপক্ষ। ব্যতিক্রমী এই আয়োজনে অংশ নেন বিএসএমএমইউ'র মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। আরো উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (হাসপাতাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার ডা. মোঃ দেলোয়ার হোসেন টিটো, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাখায়াৎ হোসেন, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখ। উপস্থিত সকলে পরে একটি ফটোসেশনে অংশ নেন।

উল্লেখ্য, এর আগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে দাবা, লুডু, কেরামবোর্ডসহ বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করেছিল বিএসএমএমইউ প্রশাসন।

বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীরা যাতে একটু বিনোদনের মাঝে থেকে মেন্টাল ট্রমা হতে কিছুটা হলেও মুক্ত থাকতে পারে সে জন্যই ওই উদ্যোগ নেয়া হয়। বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে মোট ২৮ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজ্জাম্মেল হক রচিত এ বি সি অফ রিসার্চ মেথোডলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

বিএসএমএমইউতে মেডিক্যাল গবেষণা ও থিসিস কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজ্জাম্মেল হক রচিত এবিসি অফ রিসার্চ মেথোডলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বইয়ের ৫ম সংস্করণ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। আজ শনিবার ১১ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের কনভেনশন হলে আয়োজিত এই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বইটিতে ২৬টি চাপ্টার রয়েছে। সারভাইবাল এ্যানালাইসিস সহ এমন বিষয় রয়েছে যা প্রমাণ করে বিএসএমএমইউ'র গবেষণা কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কাজ নলেজ জেনারেট করা। সে জন্য প্রয়োজন গবেষণার। মনে রাখতে হবে, চিন্তাকে স্ট্রাকচারালে রূপান্তর করাই রিসার্স মেথোডলজি, যা গবেষণার জন্য অপরিহার্য। তাই এই বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও গবেষণার গুণগতমান বৃদ্ধিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে। তবে রোগীদের চাহিদা পূরণ করতে গবেষণা যাতে পাবলিক হেলথ ও রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কিত হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক। মূখ্য আলোচক অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরীর লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান রেসিডেন্ট ডা. শরিফ আল-নূর। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, শিশু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মাহবুব মোতানাব্বী। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, চিকিৎসক, রেসিডেন্ট শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। লিখিত বক্তব্যে অধ্যাপক শুভাগত চৌধুরী বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা ও পরিসংখ্যানের মত কিছু জটিল বিষয় আছে যা অনেকের জন্য কঠিন। এসব বিষয় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আত্বস্থ করার মত দরুহ কাজ করেছেন অধ্যাপক মোঃ মোজাম্মেল হক। তিনি কঠিন বিষয়ের কঠিন পথ ধরে সবলীলভাবে হেটেছেন এবং এই বিষয়ের সহজ পাঠ তিনি এমন সহজ ভাবে বর্ণনা করেছেন যে তা ছাত্র শিক্ষকদের কাছে অনেক জনপ্রিয় হয়েছে, যার জন্য বইটির পরপর ৫টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক ডা. মোজাম্মেল হক আরও ২টি অতি প্রয়োজনীয় জটিল বিষয়ের উপর সহজ পাঠ গ্রন্থ প্রণয়ন করে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে অনেক জনপ্রিয় হয়েছেন। তার ১টি গ্রন্থ abc of medical biochemistry অপরটি হচ্ছে abc of arterial blood gas and acid base disorder। অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক এমন কাজ করে অনেকের জন্য হয়েছেন অনুকরণীয়। দীর্ঘদিন শিক্ষকতা, গবেষণা ও ছাত্রদের পঠন-পাঠনের নির্দেশনা প্রদান করে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এভাবেই তিনি হয়েছেন কীর্তিমান।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. মোঃ মোজাম্মেল হক বলেন, এবিসি অফ রিসার্চ মেথোডলজি এন্ড বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স বইটি মেডিক্যাল শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের সকল ধরণের গবেষণায় বিশেষ অবদান রাখবে। ছাত্র ছাত্রীদের থিসিস সম্পন্ন করা, ডিসারটেশন রাইটিংও কাজে লাগবে। পরীক্ষার্থী এবং যারা পরীক্ষা নিবেন তাদেরও কাজে লাগবে এই বইটি। তিনি জানান, মেডিক্যাল বিষয়ক গবেষণা ও মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরণের বই অতীব প্রয়োজনীয় হলেও তা খুব একটা নেই। সেই তাগিদ থেকেই ২০০১ সাল থেকে এই বইটি লেখার উদ্যোগ নেন এবং ২০০৯ সালে এই বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, ডা. মো. মোজাম্মেল হক, বিএসএমএমইউ এর বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের প্রফেসর। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি এবং বিএসএমএমইউ ও বিসিপিএস থেকে বায়োকেমিস্ট্রিতে এমফিল, এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি ফিলিপাইনস ম্যানিলার পাবলিক হেলথ কলেজ থেকে গবেষণা পদ্ধতি ও বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত আছেন এবং পোস্টগ্র্যাজুয়েট মেডিকেল শিক্ষার্থীদের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স পড়ান। তিনি ২০০৫ সাল থেকে বিসিপিএস কর্তৃক চিকিৎসকদের জন্য অনুষ্ঠিত ডিসারটেশন রাইটিং, গবেষণা পদ্ধতি ও বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একজন রিসোর্স পারসন হিসেবেও কাজ করছেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ

> এতে করে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীরা কিছুটা হলেও তাদের উপর ঘটে যাওয়া মেন্টাল ট্রমা থেকে মুক্ত থাকবেন।

বুধবার ৮ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র কেবিন ব্লকের চারতলায় চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে দাবা, লুডুসহ বিভিন্ন খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করেছে বিএসএমএমইউ প্রশাসন। বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার মহোদয় গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীদের মাঝে বেশকিছু সময় অতিবাহিত করেন এবং তাদের সাথে খেলাধুলায় অংশ নেন। এসময় বিএসএমএমইউ'র সম্মানিত পরিচালক (হাসপাতাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, সহকারী পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। রোগীরা যাতে একটু মানসিকভাবে স্বস্তিতে থাকেন এবং খেলাধুলা ও বিনোদনের মাঝে ভালোভাবে সময় কাটাতে পারেন সেই জন্যই বিএসএমএমইউ প্রশাসন এই উদ্যোগ নিয়েছে। এতে করে বিএসএমএমইউতে চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত রোগীরা কিছুটা হলেও তাদের উপর ঘটে যাওয়া মেন্টাল ট্রমা থেকে মুক্ত থাকবেন। বর্তমানে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে মোট ২৮ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এর আগে মঙ্গলবার বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম কেবিন ব্লকের চারতলার প্রতিটি কক্ষে গিয়ে আহত রোগীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। মাননীয় উপাচার্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত সকল রোগীদের আন্তরিকতার সাথে সর্বাধুনিক উন্নত চিকিৎসা প্রদানসহ সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সংশিষ্টদের নির্দেশ দেন। মাননীয় উপাচার্য মহোদয় এসময় বিদেশে চিকিৎসার জন্য পাঠানোর চলমান প্রক্রিয়া ত্বরানিত করার জন্য সংশিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই দিন আহত রোগীদের চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে– প্রতিদিন কর্তব্যরত চিকিৎসক ফলোআপ নিশ্চিত করবেন। প্রতিদিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকবৃন্দ রাউন্ড দিবেন। ওই দিন পাঁচজনের চলমান চিকিৎসা পুনর্মূল্যায়ন করে চিকিৎসার নতুন নির্দেশনা দেওয়াসহ একজনের বিষয়ে মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়। তখন রোগীরা চিকিৎসকবৃন্দের আন্তরিকতার জন্য চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং খাবার ও চিকিৎসার গুণগত মান উন্নত হওয়ায় রোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

শহীদ আবু সাঈদের নামে বিএসএমএমইউ'র কনভেনশন সেন্টারের নতুন নামকরণ

বিএসএমএমইউ'র কনভেনশন সেন্টারের নাম বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টার এর পরিবর্তে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার নামকরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৯৪তম সভায় সিন্ডি .৯৪.০২.০৯ মোতাবেক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে।

১ ২৪ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮২তম সভার আলোচ্য সিদ্ধান্ত-১০ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কনভেনশন সেন্টারের নাম বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টার ও ১৭ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮৯তম সভার আলোচ্য সিদ্ধান্ত-১৪ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরস হলের নাম শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ডক্টরস হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো।

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টার এর পরিবর্তে জুলাই আগষ্ট বিপ্লবের সৈনিক শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার নামকরণের বিষয়টি অনুমোদন করা হলো।

বিএসএমএমইউতে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সভা অনুষ্ঠিত

গত মঙ্গলবার ৭ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিকস বিভাগ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর যৌথ উদ্যোগে গবেষণার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে (Fostering Research Culture) একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, বিএসএমএমইউতে সবচাইতে বেশি গবেষণা হয়। তবে শুধু গবেষণার সংখ্যা বাড়ালেই হবে না, গবেষণার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণার বিষয়ে সংশিষ্ট সকলেরই উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যা অত্যন্ত ইতিবাচক ও অনুপ্রেরণামূলক।

বিএসএমএমইউ'র বর্তমান প্রশাসন গবেষণার ক্ষেত্রে সকল ধরণের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তবে গবেষণার মাধ্যমে যাতে রোগীরা উপকৃত হন সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। মাননীয় উপাচার্য তার বক্তব্যে গবেষণার কারিগরি ও ফান্ডের বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা প্রত্যাশা করেন।

সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, উন্নতমানের গবেষণা নিশ্চিত করতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। গবেষণার বিষয়ে যে সকল ফ্যাকাল্টিগণ দায়িত্বে থাকেন তাদেরকে আরো সক্রিয় ও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, শুধু কথায় নয়, গবেষণার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরণে বিএসএমএমইউতে সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার চালু করা হবে। জার্নাল ক্লাবকে ঢেলে সাজানো হবে। গবেষণার দায়িত্বে যারা থাকবেন অবশ্যই তাদের গবেষণার জন্য অধিক সময় দিতে হবে।

সম্মানিত কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার বলেন, শুধু পাশের জন্য থিসিস করা বা দায়সারা ধরণের গবেষণা করার মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সম্মানিত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, নতুন নতুন গবেষণার দিকে মনোযোগী হতে হবে। এমন যেনো না হয় যে, একই ধরণের থিসিস বা গবেষণা একটু পরিবর্তন করে নতুন মোড়কে সাজানো হয়।

ন্যাশনাল রিসার্চ ইথিকস কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, হাউ টু গাইড থিসিস, এ হ্যান্ড বুক ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট থিসিস সুপারভাইজরস প্রসঙ্গে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন, আইআরবি বা ইআরসি এর মেম্বার যারা হবেন তারা ন্যাশনাল গাইড লাইন অন রিসার্চ এন্ড ইথিকস, ইন্টারন্যাশনাল গাইড লাইন অন রিসার্চ এন্ড ইথিকস এবং গুড ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস এই তিনটি বিষয়ের উপর অবশ্যই গুরুত্ব দিবেন। যারা থিসিসের গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন তারা অবশ্যই ছাত্রদেরকে একটু বেশি সময় দিবেন, তাহলেই উন্নতমানের গবেষণা ও থিসিস সম্পন্ন করা সম্ভব।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শামীম আহমেদ, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ রুহুল আমিন, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিয়ার রহমান, ডেন্টাল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আলী আসগর মোড়ল, প্রিভেনটিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোঃ আতিকুল হক, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, বিএসএমএমইউ'র জার্নালের এডিটর অধ্যাপক ডা. এম মোস্তফা জামান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি ডা. ফেরদৌস হাকিম, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখ।

লাইফ সাপোর্ট ইনস্ট্রাক্টরস সার্টিফিকেট কোর্সের সনদ বিতরণ

বিএসএমএমইউতে গত বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সি ব্লকের সামাদ সেমিনার রুমে অ্যানেসথেসিয়া এন্ড এনালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লাইফ সাপোর্ট ইনস্ট্রাক্টরস সার্টিফিকেট কোর্সের সনদ বিতরণ করেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম। এ সময় বিএসএমএমইউ'র রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, অ্যানেসথেসিয়া এন্ড এনালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ মোস্তফা কামাল, অধ্যাপক ডা. একেএম আখতারুজ্জামান প্রমুখসহ উক্ত বিভাগের শিক্ষক, চিকিৎসবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিয়েছে বিএসএমএমইউ প্রশাসন

বিএসএমএমইউ'র কেবিন ব্লকের চারতলায় চিকিৎসাধীন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নিয়েছে বিএসএমএমইউ প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবিন ব্লকে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের মধ্যে মোট ২৮ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) বিএসএমএমইউ'র ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. মো. শাহিনুল আলম কেবিন ব্লকের প্রতিটি কক্ষে গিয়ে আহত রোগীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের চিকিৎসার খোঁজ-খবর নেন। এ সময় তিনি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহত সকল রোগীদের আন্তরিকতার সাথে সর্বাধুনিক উন্নত চিকিৎসা প্রদানসহ সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মো. আবুল কালাম আজাদ, প্রোভিসি (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে আহতদের জন্য গঠিত চিকিৎসা সেলের সভাপতি অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, ভিসির একান্ত সচিব ডা. মো. রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব, পরিচালক (হাসপাতাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, উপ-পরিচালক ডা. মোঃ আবু নাছের, ডা. শরীফ মো. আরিফুল হক সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউ'র রেডিওলজি বিভাগে জার্নাল ক্লাব উপস্থাপনা

গত রবিবার ৫ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগে জার্নাল ক্লাব বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএসএমএমইউর মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম বলেন, জার্নাল ক্লাব জ্ঞান আহরণে অবশ্যই ভূমিকা রাখে, তবে জার্নাল ক্লাবের মূল উদ্দেশ্য সংশিষ্ট বিষয়ের গভীরতম, সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা। উন্নতমানের গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং এর অগ্রগতিতে জার্নাল ক্লাবের অবদান অনস্বীকার্য। জার্নাল ক্লাব বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণাপত্র আলোচনা, গবেষণার মান উন্নয়ন, নতুন গবেষণা পদ্ধতি, তত্ত্ব ও ফলাফল সম্পর্কে জানা, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার উন্নয়ন, গবেষণা উপস্থাপন, সমালোচনা ও পর্যালোচনা করার দক্ষতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন গবেষণার সাথে পরিচিত হওয়া, বিভিন্ন ধরনের গবেষণার ট্রেন্ড সম্পর্কে জানা, গবেষণাপত্রের ত্রুটি ও শক্তিশালী দিকগুলো চিহ্নিত করতে শিখার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখে। তাই জার্নাল ক্লাব হলো গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনাসহ জ্ঞান বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। বিএসএমএমইউ'র ক্ষেত্রে উন্নত গবেষণার মাধ্যমে গণ আকাঙ্খার বিশেষজ্ঞ তৈরিতে জার্নাল ক্লাব বিরাট ভূমিকা রাখবে। এজন্য জার্নাল ক্লাবের মান উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। জার্নাল ক্লাবের আলোচনা, সভা প্রতি সপ্তাহে হওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, জার্নাল ক্লাব অবহেলিত বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিকমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য একটি আলোকিত ও অনিবার্য প্ল্যাটফর্ম।

সভায় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলমসহ সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার, রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রক্টর ডা. শেখ ফরহাদ, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ডা. এরফানুল হক সিদ্দিকী, রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. হাবিবা খাতুন, অধ্যাপক ডা. মোঃ মঈনুল আহসান, অধ্যাপক ডা. নাসিম সুলতানা, অধ্যাপক ডা. বিশ্বজিত ভৌমিক, অধ্যাপক ডা. মোছা. সাঈদা শওকত জেনি, অধ্যাপক ডা. মাহবুবা খাতুন, অতিরিক্ত পরিচালক (সুপার হাসপাতাল) ডা. মোঃ শহিদুল হাসান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব ডা. মোঃ রুহুল কুদ্দুস বিপ্লব প্রমুখসহ রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জার্নাল ক্লাব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং বিভাগের রেসিডেন্ট ডা. জোৎসনা কিবরিয়া।

বিএসএমএমইউ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগের সেবা ও ভূমিকা

বিএসএমএমইউ ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ শারীরিক পুনর্বাসন ও চিকিৎসা সেবায় দেশের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। এই বিভাগটি বিভিন্ন ধরনের ব্যথা, বাত, পক্ষাঘাত, স্ট্রোকসহ শারীরিক সমস্যার চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা প্রদান করে থাকে।

বর্তমানে এই বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর। তিনি এমবিবিএস, এফসিপিএস (ফিজিক্যাল মেডিসিন) এবং পিএইচডি (সিইউ) ডিগ্রিধারী একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তার নেতৃত্বে বিভাগটি শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সেবা সমূহ:

- বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ সেবা
- ফিজিওথেরাপি, কর্মথেরাপি, স্পিচ থেরাপি এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সেবা
- বিভাগের বিশেষায়িত ক্লিনিকসমূহ:
  - শনিবার: স্পোর্টস মেডিসিন ক্লিনিক
  - রবিবার: ব্যাকপেইন ক্লিনিক
  - সোমবার: অস্টিওপরোসিস ক্লিনিক
  - মঙ্গলবার: রিউম্যাটলজি ক্লিনিক
  - বুধবার: নিউরোরিহ্যাব ক্লিনিক

চিকিৎসা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়, বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর, সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকবৃন্দ, রেসিডেন্ট ট্রেইনি এবং অন্যান্য চিকিৎসকগণ নিয়মিত রাউন্ডে অংশগ্রহণ করেন। তারা রোগীদের সঠিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এতে রোগীদের দ্রুত সুস্থতা ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব হয়। বিভাগের এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসায় ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা:

২০২৪ সালের জুলাই মাসে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত বহু শিক্ষার্থী এবং সাধারণ জনগণের চিকিৎসায় ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ পর্যন্ত বিএসএমএমইউ-এর বিভিন্ন বিভাগে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত মোট ৬৫৫ জন রোগী চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে-

- জরুরি বিভাগে: ৫৮ জন
- কেবিনে: ১৫১ জন
- SSH বহির্বিভাগে: ৪১৪ জন
- SSH অভ্যন্তরীণ বিভাগে: ২২ জন
- ICU তে: ১০ জন

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ বিভাগে (কেবিন ব্লক) ৬২ জন রোগী বিভিন্ন বিভাগের অধীনে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া উন্নত চিকিৎসার জন্য ৫ জন রোগীকে বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

আহতদের পুনর্বাসন ও দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা

ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগ আহতদের ব্যথা ব্যবস্থাপনা, ফিজিওথেরাপি, কর্মথেরাপি এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন চিকিৎসা প্রদান করছে। বিশেষত স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, মেরুদন্ডের আঘাত এবং অন্যান্য গুরুতর শারীরিক জটিলতার জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

বিভাগের চিকিৎসকগণ নিয়মিত মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের মাধ্যমে আহতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। ফলে এই রোগীরা দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারছেন।

ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ শুধু সাধারণ রোগীদের চিকিৎসা নয়, বরং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে আহতদের পুনর্বাসনেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিএসএমএমইউ-এর এই বিভাগের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে শারীরিক পুনর্বাসন চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে।

হেপাটোলজি সোসাইটির এজিএম অনুষ্ঠিত

গণসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ

হেপাটোলজি সোসাইটি নবগঠিত কমিটি

সভাপতি

অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম

মহাসচিব

ডা. মোঃ গোলাম আযম

হেপাটোলজি সোসাইটি, ঢাকা, বাংলাদেশ এর এজিএম অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোসাইটির নবগঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিশিষ্ট লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম ও মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন বারডেমের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম আযম। নবগঠিত কমিটিতে সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক ডা. মোঃ গোলাম মোস্তফা, কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ডা. মোঃ মাহবুবুল আলম। নির্বাচিত অন্যান্যরা হলেন বিজ্ঞান বিষয়ক সম্পাদক ডা. মোঃ সাইফুল ইসলাম এলিন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ডা. মোঃ কামরুল আনাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এসকেএম নাজমুল হাসান, গণমাধ্যম ও প্রকাশনা সম্পাদক ডা. তানভীর আহমেদ, সদস্য অধ্যাপক ডা. মোঃ একমত আলী, ডা. মোঃ মোতাহার হোসেন, ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডা. নুরুল ইসলাম এবং ডা. মোঃ হারুন অর রশিদ। গত রবিবার ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র হেপাটোলজি বিভাগের ক্লাস রুমে এই জেনারেল মিটিং (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম তাঁর বক্তব্যে সোসাইটি পক্ষ থেকে লিভার রোগ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধে কার্যক্রম জোরদার, তৃণমূলে চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে টেলিমেডিসিন সেবা কার্যক্রম চালু, গরীব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা ও সোসাইটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধি উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিএসএমএমইউ'র নতুন পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন এর দায়িত্ব গ্রহণ

বিএসএমএমইউ'র নতুন পরিচালক (হাসপাতাল) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন গত বৃহস্পতিবার ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করছেন। তিনি সদ্য সাবেক বিদায়ী পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রেজাউর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রেজাউর রহমান ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ওই বছরের ১৫ ডিসেম্বর পরিচালক হিসেবে তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নোমান মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দীন ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ইং তারিখে বিএসএমএমইউ'র পরিচালক (হাসপাতাল) হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গত বৃহস্পতিবার তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি এই পদে যোগদানের আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিসেবে দায়িত্বপালন করেছেন।

গত বৃস্পতিবার সকালে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সি-ব্লকে পরিচালক (হাসপাতাল) মহোদয়ের অফিসে নতুন পরিচালকের দায়িত্বগ্রহণ ও সদ্য সাবেক পরিচালকের বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিএসএমএমইউ'র মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শাহিনুল আলম, সম্মানিত সম্মানিত উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান হাওলদার, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাহরীন আখতার মহোদয়, পরিচালক (হাসপাতাল, অতিরিক্ত দায়িত্ব) ডা. হাসনাত আহসান সুমন, উপ-পরিচালক ডা. মোঃ আবু নাছের, সহকারী পরিচালক মোঃ আজিজুর রহমান, মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের একান্ত সচিব-২ জনাব লুৎফর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

২০২৪ সালে বিএসএমএমইউ'র শিশু সার্জারি বিভাগের ইনডোর ও আউটডোর মিলিয়ে-

১০,০০০ রোগী
চিকিৎসাসেবা
গ্রহন করেছেন

১,৩০০+ রোগীর
সফল অস্ত্রোপচার
সম্পন্ন

৩ জন
জোড়া লাগানো শিশুর
জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন

২০২৪ সালে বিএসএমএমইউ'র শিশু সার্জারি বিভাগের ইনডোর ও আউটডোর মিলিয়ে প্রায় ১০,০০০ রোগী চিকিৎসাসেবা গ্রহন করেছেন। এর মধ্যে ১,৩০০ এরও বেশি রোগির সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে- এই বছরে তিনটি জোড়া লাগানো শিশুর জটিল অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। তিন মাস বয়সী আবু বকর ও ওমর ফারুক এবং এক বছর ছয় মাস বয়সী নূহা ও নাবাকে বিভিন্ন ধাপে পৃথক করা হয়েছে। এছাড়া সুমাইয়া ও খাদিজার প্রথম দুই ধাপের অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে, এবং তাদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের জন্য আরও তিনটি ধাপের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

বিএসএমএমইউ'র শিশু সার্জারি বিভাগে নানা ধরনের জন্মগত ও অর্জিত শারীরিক সমস্যার সার্জিক্যাল চিকিৎসা প্রদান করা হয়। এখানে প্রধানত নিম্নলিখিত চিকিৎসা ও সার্জারি সেবা পাওয়া যায়-

১ শিশু ইউরোলজী:

- লিঙ্গ বিকাশজনিত ত্রুটি (DSD)
- হাইপোসপেডিয়াস ও ইপিসপেডিয়াস সার্জারী
- ব্লাডার এব ক্লোয়াকাল এক্সট্রফি (Bladder and Cloacal Exstrophy)
- কিডনিজনিত সমস্যা (Hydronephrosis, Multicystic dysplastic kidney, Duplex kidney, Ureter)
- মুত্রনালী এবং মুত্রথলীর সমস্যা (পাথর, Duplex)
- অন্ডকোষজনিত সমস্যা (Undescended testis, hydrocele, tumour, torsion)

২ নবজাতকের সার্জারী:

জন্মগতভাবে অন্ত্রের বিভিন্ন অংশ অনুপস্থিত (Duodenal intestinal atresia, জন্মগতভাবে পেটের নাড়ি বাইরে (Omphalocele, Gastroschisis), অন্ত্রের বাধা (Intestinal obstruction), জন্মগতভাবে পায়খানার রাস্তা তৈরী না হওয়া (ARM), পেটের মধ্যে টিউমার, খাদ্যনালীর সমস্যা (Oesophageal Atresia, Tracheo-oesophageal fistula), পেটের পর্দায় ছিদ্র (Diaphragmatic Hernia).

৩ শিশু অনকোলজী:

শরীরের বিভিন্ন অংশে টিউমার যেমন- যকৃত, অগ্নাশয়, প্লিহা, পিত্তথলী, কিডনী, পাকস্থলিতে, অন্ডকোষ, ডিম্বাশয়, অন্ত্রনালীতে, মাংসে, রক্তনালীতে Adrenal Gland, Retro-peritoneal teratoma, sacrococcygeal teratoma.

৪ হেপাটোবিলিয়ারী ও প্যানট্রিয়েটিক সার্জারী:

জন্মগতভাবে পিত্তনালী অনুপস্থিত (Biliary Atresia), পিত্তনালীর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা (Choledochal malformation), পিত্তথলীতে পাথর, অগ্নাশয়ে পাথর, অগ্নাশয়ে প্রদাহ, যকৃতে রক্তনালীতে টিউমার, Portal Hypertension, প্লিহা বড় হয়ে যাওয়া।

৫ শিশু নিউরো- সার্জারী:

- জন্মগতভাবে মাথার ভেতর পানি জমা, মাথার ভিতরে টিউমার, শিরদাড়ায় বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি (Myelomeningocele, Myelocele, Lipo-myelomeningocele, Spinal Bifida).

৬ শিশু জেনারেল সার্জারী:

- Hirschsprungs Disease, Appendicitis, Cystic hygroma, Vascular anomalies, Henia, Hydrocele, splenomegaly, Cleft lip & Palate, Branchial Sinus, Branchial Fistula, Thyroglossal cyst, Lipoma, Sebaceous Cyst, Dermoid Cyst, Club foot, etc.

৭ টিউমার ও ক্যান্সার সার্জারী:

- শিশুদের বিভিন্ন ধরনের টিউমার অপারেশন Wilms' tumor, Neuroblastoma, Teratoma ইত্যাদির চিকিৎসা।

৮ ট্রমা ও বার্ন সার্জারী:

- দুর্ঘটনাজনিত আঘাতের চিকিৎসা।
- দগ্ধ শিশুদের অপারেশন ও পুনর্বাসন চিকিৎসা।

৯ মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারী (Laparoscopic Surgery):

- ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন।
- গলব্লাডার ও হার্নিয়ার ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারী।
- ল্যাপারোস্কোপিক অর্চিডোপেক্সি (অন্ডকোষ না নামলে)।

১০ শিশুদের অন্যান্য জটিল অস্ত্রোপচার:

- নিউবর্ন সার্জারি (নবজাতকের বিশেষ অস্ত্রোপচার)।
- ফিস্টুলা ও পাইলোনাইডাল সিস্ট অপারেশন।
- থাইরয়েড, ব্রঙ্কিয়াল সিস্ট ও অন্যান্য জন্মগত টিউমার অপারেশন।

এছাড়া বিএসএমএমইউ-তে শিশু সার্জারি বিভাগের আউটডোর ও ইনডোর সেবা রয়েছে, যেখানে রোগীদের প্রাথমিক পরামর্শ, ফলো-আপ এবং বিভিন্ন পরিক্ষা-নিরিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

শাহজাদপুরে পুলিশের নির্যাতনের শিকার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমী:

নতুন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসা থাইল্যান্ডের ভেজথানি হাসপাতালে

<u>ঢাকা, ২০ জুলাই:</u> শাহজাদপুরে পুলিশের হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমী। মারাত্মক আঘাতের ফলে তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত (প্যারাপেজিয়া) হয়ে পড়েন এবং দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। জুলাই আন্দোলনের পর নতুন বাংলাদেশ সরকার তাঁর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে থাইল্যান্ডের ভেজথানি হাসপাতালে (Vejthani Hospital, Bangkok) পাঠানো হয়। বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

<u>ঘটনার বিবরণ:</u> ২০ জুলাই ২০২৪, শাহজাদপুরের একটি এলাকায় মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গ্রেপ্তারের পরপরই তিনি পুলিশের বর্বর নির্যাতনের শিকার হন। এই নির্যাতনের ফলে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর জখম হয় এবং কিছুক্ষণ পর তিনি জ্ঞান হারান। পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে এ এম জেড হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (DMCH) এবং ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

<u>প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিএসএমএমইউ-তে স্থানান্তর:</u> তাঁর শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতি হলে চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে বিএসএমএমইউ (BSMMU)-তে স্থানান্তর করা হয়। এখানে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ ফিজিক্যাল মেডিসিন ও রিহ্যাবিলিটেশন বিশেষজ্ঞ, অধ্যাপক ডা. এম এ শাকুর এর অধীনে চিকিৎসা নেন।

<u>চিকিৎসা প্রতিবেদন ও শারীরিক অবস্থা (BSMMU চিকিৎসা বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী):</u> মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমীর D1 ভার্টিব্রায় (মেরুদন্ডের একটি অংশ) গুরুতর ফ্র্যাকচার ও স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি ধরা পড়ে, যা পক্ষাঘাতের (প্যারাপেজিয়া) কারণ হয়েছে। তিনি মল-মূত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন এবং শারীরিক পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। তাঁর মেরুদন্ডের MRI রিপোর্টে ট্রমাটিক ইনজুরির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা স্নায়ুতন্ত্রের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। CT স্ক্যান ও নিউরোলজিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তাঁর স্পাইনাল কর্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

<u>চিকিৎসা বোর্ডের সুপারিশ:</u> ০৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে ফিজিক্যাল মেডিসিন, অর্থোপেডিক সার্জারি, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি, ইন্টারনাল মেডিসিন ও সাইকিয়াট্রি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি চিকিৎসা বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ড নিম্নলিখিত সুপারিশ দেয়-

▶ সম্পূর্ণ স্পাইন (মেরুদন্ড) এর MRI করা।

▶ চারটি হাত-পায়ের NCS ও EMG করা।

▶ চলমান চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা বজায় রাখা।

▶ উন্নতমানের পুনর্বাসন ব্যবস্থা, বিশেষত রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন এর ব্যবস্থা করা।

▶ রোগীকে নিউরো- ইউরোলজিস্টের তত্ত্বাবধানে নেওয়া।

<u>নতুন বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা:</u> ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের পর নতুন বাংলাদেশ সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেয়। এর অংশ হিসেবে, সরকার মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমীর উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন যে, রোগীর উন্নত পুনর্বাসনের জন্য বিদেশে বিশেষায়িত চিকিৎসা গ্রহণ করা উচিত। বিশেষ করে, থাইল্যান্ডের ভেজথানি হাসপাতাল (Vejthani Hospital, Bangkok)-এ Sacral Neuromodulation চিকিৎসা রয়েছে, যা তাঁর পুনর্বাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

<u>সরকারের ব্যবস্থাপনায় ভেজথানি হাসপাতালে স্থানান্তর:</u> সরকারের আর্থিক সহায়তায় মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান কাসেমীকে থাইল্যান্ডের ভেজথানি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর থেকে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।

বর্তমানে তিনি রোবোটিক রিহ্যাবিলিটেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর শরীরের প্রতিক্রিয়া উন্নত হচ্ছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, নিয়মিত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চলতে থাকলে তাঁর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিএসএমএমইউ -এর
মাসিক নিউজলেটার
জানুয়ারি ২০২৫